গাংনীতে আবাদী জমিতে পুকুর কাটার মহোৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ফসলী জমিতে পুকুর কাটার (খনন) মহোৎসব চলছে। প্রতিদিনই নানা স্থানে প্রশাসনের দৃষ্টি আড়াল করে অবাধে ২ ও ৩ ফসলী জমিতে পুকুর কাটার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাঠে জোড়পুকুরিয়া গ্রামের প্রভাবশালী ফজলুর রহমান বিশ্বাস ক্ষমতাসীন দলের নেতা তার আবাদী ৩ বিঘা জমি ও জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম জমিতে এসকেবেটর মেশিন দিয়ে পুকুর কাটাচ্ছেন।

পাশেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক খলিলুর রহমান, অবঃ সেনা সদস্য জামাল, নুরুন্নবী, শাহাবউদ্দীন, রমজান মাষ্টার, জুগিরগোফা গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে আলম হোসেন ও (ফায়ার সার্ভিস কর্মী) দেড় বিঘা জমিতে পুকুর খনন করেছেন। একই ভাবে জুগিরগোফা ইউনিয়ন পরিষদের পার্শ্বের মাঠে একাধিক আবাদী ধানী জমিতে বড় বড় পুকুর খনন করেছেন।

অন্যদিকে উপজেলার জোড়পুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বের মাঠে ২-৩ ফসলী জমিতে পাশাপাশি ৫-৬ টি পুকুর খনন করা হয়েছে। এমনি করে ষোলটাকা, সহড়াবাড়ীয়া, রায়পুর গ্রামে আবাদী জমিতে দেদারসে পুকুর খনন চলছে। হাইকোর্টের সরকারী নিষেধাজ্ঞা বা প্রশাসনের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনবোধ মনে করেনি।

এব্যাপারে নারী নেত্রী নুরজাহান বেগম দম্ভ করে বলেন, আমার জমিতে আমি পুকুর খনন করছি। এতে সাংবাদিকদের বা সরকারের কি! ২/১ দিন আগে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সাহারবাটি ইউপি ভূমি সহকারী অফিসার সরেজমিনে নিষেধ করে আসলেও আবার পুকুর খনন শুরু হয়েছে।

এব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, উপজেলার সকল ক্ষেত্রে জনগণকে সরকারী আইন সম্পর্কে অবহিত করা হলেও অনেকে এসব নিয়ম মানছেন না। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যেন এক শ্রেণির মানুষ মহোৎসব মনে করে আবাদী বা ফসলী জমিতে পুকুর খনন করছে।

তবে পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকরা অভিযোগ দিলে মোবাইল

কোর্ট পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এলাকাবাসী।

মেপ্র/আরপি

গাংনীর সাহারবাটিতে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১৫

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সাহারবাটি চারচারা বাজারে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে। আধিপত্য বিস্তারের জেরে শুক্রবার সন্ধ্যায় এ সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দু’টি দোকানেও হামলা চানানো হয়।

আহতরা হলেন- সাহারবাটি গ্রামের মনিরুল ইসলাম (৪৫), খলিলুর রহমান (৫০), আমান উদ্দীন (৪০), রবিউল ইসলাম (৪৫), জুয়েল রানা (২৮) ও জান্নাত আলী (৫০) অপর পক্ষের ঠান্ডু মিয়া (৫০), শফিকুল ইসলাম (৫০), রাসেল আহম্মেদ (২২) ও আফাম আলী (২৫)। এদের মধ্যে চারজনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাহারবাটি গ্রামের স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের এক সদস্য চার হাজার টাকার বিনিময়ে রক্ত দেয়। বিষয়টি জানাজানি হলে এক ব্যক্তি এ নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়। বিষয়টি নিরসনের জন্য স্থানীয় দু’পক্ষের মধ্যে সালিশের প্রস্তুতি চলছিল। শালিসের আগেই গতকাল সন্ধ্যার আগে উত্তেজনা শুরু হলে গাংনী থানার এসআই রেজওয়ান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করে। উত্তেজিত কয়েকজনকে পুলিশ সরিয়ে বাঙ্গালপাড়ার দিকে নিয়ে যায়।

এসময় দু’পক্ষের মধ্যে বিতর্কের জেরে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে কয়েকজন আহত হয়। বাজার কমিটির সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমানের টোকনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নেয় কয়েকজন। এসময় ছাত্রলীগ নেতা টুটুল পক্ষের লোকজন ওই দোকানে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন,

বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এ পর্যন্ত কোন পক্ষই অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে মোটরসাইকেল ও আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত-২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গোপালনগরে আলমসাধু ও মটর সাইকেল মুখামুখি সংঘর্ষে ২ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের গোপালনগর ব্রিজের নিকট এ দূর্ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়।

আহতরা হলেন আলমসাধু চালক এ উপজেলার আমতৈল গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে পালান হোসেন (৪৫) ও মোটর সাইকেল চালক মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া গ্রামের নুরে আলমের ছেলে হুসাইন কবীর(২৪)।

প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা যায়, মোটরসাইকেল চালক হুসাইন কবির গাংনীর দিকে আসার সময় গোপালনগর ব্রিজের নিকট পৌছলে তার বিপরীত দিক থেকে আসা আলমসাধুর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে দুজনেই মারাত্মক আহত হয়।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে প্রতিবন্ধী যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামে বকুল হোসেন (২৭) নামের এক প্রতিবন্ধী যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যুবক বকুল ভাটপাড়া গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে নিজ ঘরের আড়ার সাথে তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে স্থানীয় কসবা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা । স্থানীয়রা ও পুলিশ জানান, বকুল ছিল মানসিক প্রতিবন্ধী। তাকে এলাকার মানুষ বকুল পাগল নামে ডাকতো। সে সবার অজান্তে ঘরের আড়ার সাথে রশ্মি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বকুল যেহেতেু মানসিক রোগি ছিল। মানসিক রোগের কারণে সে যেখানে চিকিৎসা নিতো এমন প্রমাণপত্র যাচাই করে মরদেহ ময়না তদন্ত ছাড়াই দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

গাংনী বাজারে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলেজ ছাত্র আহত

মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জয় (১৮) নামের এক কলেজ ছাত্র মারাত্মক আহত হয়েছেন। আহত জয়কে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে গাংনী বাজারের কাথুলী বাস স্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত জয় গাংনী উপজেলার বাথান পাড়া গ্রামের আবদুর রশিদের ছেলে ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ১ম বর্ষের ছাত্র।

প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানাগেছে, জয় বাড়ি থেকে একটি ১৬০ সিসি এপাসি আর টি আর মোটর সাইকেলে মেহেরপুরে কলেজে যাচ্ছিল। গাংনী বাজারের কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইট বোঝায় ট্রলি সামনে পড়লে সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রলির নিচে পড়ে যায়।

এসময় জয় মারাত্মক আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তার অবস্থার খুবই অবনতি দেখে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তার অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানা গেছে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে ইজিবাইক উল্টে শিক্ষকসহ আহত -৬

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্রুতগামী ট্রাককে সাইড দিতে গিয়ে ইজিবাইক উল্টে শিক্ষকসহ ৫ এসএসসি পরীক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে চেংগাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেনঃ পীরতলা দাখিল মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শরিফুল ইসলাম
(৫৮) একই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সুরাইয়া খাতুন, নাজমা খাতুন, সিনথিয়া ও মোমিন। তবে ইজিবাইক চালক ও গাড়ীর তেমন কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

পীরতলা গ্রামের কছিমদ্দিনের ছেলে ইজিবাইক চালক আক্তার জানান, পরীক্ষা শেষে গাংনী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষার্র্থীদের নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে উপজেলার চেংগাড়া বাসস্ট্যান্ড নামক স্থানে পৌছুলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাককে সাইড দিতে

গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যাক্ষদর্শী চেংগাড়া গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে কামাল ও তার পরিবারের লোকজন আহদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান জানান, সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আক্তারুলের মৃত্যু নাকি পরিকল্পিত হত্যা

কাছে ছিল দইয়ের ভাড়, সেটি ভাঙেনি, অক্ষত ছিল মিষ্টির প্যাকেট ও মাছের ব্যাগও। কিন্তু এই সামগ্রি গুলোর মালিক আক্তারুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনায় মাথা থেতলিয়ে মারা গেলেন। আক্তারুলের দুই সহযাত্রীও অক্ষত ছিলেন। ঘটনার পর থেকে তারাও আত্মগোপনে ছিলেন তাদের বহনকারী গম মাড়াইকরা হুপার নিয়ে।

এ ধরণের একটি ঘটনা পাঠকদের মনে নানা প্রশ্ন তৈরি করবে? পাঠকরা ভালভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন এটি নিছকই দুর্ঘটনা নাকি হত্যা?

পুলিশ এটিকে সড়ক দুর্ঘটনা বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলেও নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে সিআইডিকে পুন:তদন্ত দেওয়ার দাবি করে আদালতে আবেদন করা হয়েছে।

নিহতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, আক্তারুলের দুই সহযাত্রী কামাল হোসেন ও বাহারুল ইসলাম পরিকল্পিতভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে গম মাড়াইকরা হপারের নিচে ফেলে দিয়েছে। আর হপারের চাকার নিচে মাথা পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে।
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে

মৃত্যু বিষয়ে আশমত আলীর বাড়িতে সালিশ হচ্ছে। সেখানে আমি উপস্থিত হই এসময় কামাল জনরোসে পড়ে স্বীকার করে আক্তার তাদের হপার গাড়ির নিচে পড়ে মারা গেছে।

পরে কামাল আমার বাড়িতে এসে আমাকে ৬০ হাজার টাকা দিতে যায়। কিন্তু সে টাকা আমি ফেরত দিই।

এরই মধ্যে কামাল ও বাহার পুলিশ প্রশাসন ম্যানেজ করে হত্যাকে আত্মহত্যা বলে কাগজপত্রে আমাদের সাক্ষর করে নেই।

নিহতের বড় ছেলে শাকিল হোসেন বলেন, আমাকে পুলিশের মাধ্যমে থানায় নেওয়া হয়। পরে একটি কাগজে সাক্ষর করতে বলে। আমি না বুঝে সাক্ষর করে দিই। পরে আমরা আসল ঘটনা জানতে পেরে আদালতের মাধ্যমে ঘটনার তদন্ত দাবি করেছি।
এদিকে অভিযুক্ত কামাল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমরা ৩ জন একই গাড়ীতে ছিলাম। কিন্ত আক্তার কে ট্রাকে ধাক্কা মারে ।এসময় সে নিচে পড়ে গিয়ে তার মাথার উপর দিয়ে চাকা চলে যায়।

তবে বাহার আলী এই বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

মামালার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এসআই মকবুল হোসেন জানান, আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছিল অজ্ঞাত ট্রাকের বিরুদ্ধে। আমি সে মোতাবেক তদন্ত করেছি। বিভিন্ন সিসি টিভি ফুটেজসহ স্থানীয় বেশ কিছু সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহন করে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করি। এখন যে বিষটি উঠে আসছে সে বিষয়ে আমার কোন কিছু জানা নেই।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান জানান, আক্তারুল ইসলামের মৃত্যু ট্রাকের ধাক্কাতেই হয়। নিহতের পরিবার থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা ঠিক নয়।

গাংনীর নাজমুলের সেরা

সাংবাদিকতা সম্মাননা পুরুষ্কার লাভ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক নিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকতা পুরস্কার পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার নাজমুল সাঈদ। দুপুরে তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির মাদক বিরোধী কার্যক্রমের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তার হাতে ক্রেষ্ট, সনদ ও আর্থিক সম্মানার চেক তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জান খান।

১৯৯০ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত মাদক বিরোধী ও সচেতনতামূলক রিপোর্ট আহ্বান করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এর মধ্যে যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার নাজমুল সাঈদের দুটি বিষয়ের উপর মোট ছটি প্রতিবেদন বিচারকদের নজরকাড়ে এবং তাকে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করেন।

২০১৮ সালে দেশের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের উত্থান, ভবিষ্যত অগ্রযাত্রা, সীমাবদ্ধতা ও নানা অনিয়ম নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনে চার পর্বের রিপোর্ট প্রচারিত হয়।

এরপরই যমুনা টেলিভিশনে চলে আসেন এ রিপোর্টার। এর পরে কাজ করেন মাদকাসক্ত চালকদের নিয়ে। তিনি অনুসন্ধান করে বের করেন চালকদের দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। তিনি তার প্রতিবেদনে দেখান, কিভাবে চালকরা মাদক গ্রহণ করে চালকের সিটে বসেন। এই রিপোর্ট দুটি ২০১৮ সালে প্রথম আলো মাদক বিরোধী সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রতিক্রিয়ায় নাজমুল সাঈদ বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের বড় ধরণের ভুমিকা রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এসব মাদকবিরোধী প্রতিবেদন করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রতিবেদন আরও করা হবে বলে জানান তিনি।

২০০৬ সালে সাংবাদিকতা শুরু করা নাজমুল সাঈদ দৈনিক আমাদের সময়, আমাদের অর্থনীতি, অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলামেইল টোয়েন্টিফোর ডট কম, দ্য রিপোর্ট২৪ ডটকম, বৈশাখী টেলিভিশনে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি যমুনা টেলিভিশনে ক্রাইম বিভাগে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত আছেন।

গাংনীতে বিনম্র শ্রদ্ধায় ভাষা শহীদদের স্মরণ করেছেন বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ ।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে গাংনীতে শ্রদ্ধায় ভাষা শহীদদের স্মরণ করা হচ্ছে।
গাংনী উপজেলা শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গর্ব আর শোকের এ দিনটি পালন করছে গাংনী উপজেলাবাসী।

যে ভাষার বুকের কাছে মগ্ন আছে বাঙালির অঙ্গীকার, সেই ভাষার দিনে বেদনা আর গর্ব নিয়ে সব পথ যেন এক হয়েছে শহীদ মিনারে।
প্রভাত ফেরির পথে পথে কণ্ঠে কণ্ঠে চলছে সেই গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি…।

দলমত, ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে হাজারও মানুষ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার অকুতোভয় শহীদদের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা জানিয়েছে প্রথম প্রহর থেকে। শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দিবসের প্রথম প্রহরে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারের বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা

জানিয়েছেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন,উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক,উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান,গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল

ইসলাম,সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান. গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ রাশিদুল ইসলাম জুয়েল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন,গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিএইসএ ডাক্তার রিয়াজুল ইসলাম, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুতের গাংনী জোনাল অফিসের

ডিজিএম নিরাপদ দাস, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি

রমজান আলী। এসময় গাংনী উপজেলা যুবলীগের পক্ষে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশারফ হোসেন।

পৌর আয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, উপজেলা ছাত্রলীগের পক্ষে তোহিদুল ইসলাম শহীদ মিনারে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন, এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্প্যমাল্য অর্পণ করেন। একই সাথে গাংনীর সাহারবকাটি ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

পুস্পমাল্য অর্পন শেষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরাবতা পালন করা হয়েছে। এসময় বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বিভিন্ন সামজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা, চিত্রাংকন ও বাংলা ভাষায় হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেপ্র/আরজেএম

ছাত্রীকে মারধর করায় যুবকের ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে চড়-থাপ্পড়ের অপরাধে সাইদুর রহমান নামের এক যুবকের কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুরের করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এ জরিমানা

আদায় করা হয়। অর্থদণ্ড প্রাপ্ত যুবক কল্যাণপুর গ্রামের বাসিন্দা ও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুলে প্রবেশের আগে সাইদুর রহমান তাকে চড়-থাপ্পড় দেয়। এসময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা সাইদুর রহমানকে আটক করে।

বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান। দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। জরিমানা পরিশোধ ও এমন কাজ পরবর্তীতে না করার মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পায় যুবক সাইদুর রহমান।

মেপ্র/আরজেএম